দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 04 MAR 1993
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৭

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সমীপে

দেশের বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যার অন্ত নাই। উহাদের মধ্যে অন্যতম প্রধান সমস্যা শিক্ষক স্বল্পতা। শিক্ষা বিভাগের নিয়ম মোতাবেক ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে শিক্ষকসংখ্যা যাহা হওয়া উচিত অনেক বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সে অনুপাতে শিক্ষক না থাকায় শিক্ষার কাজ ব্যাহত হইতেছে।

অনেক বেসরকারী বিদ্যালয়ে ছাত্র সংখ্যা গত ৫ বৎসরে বৃদ্ধি পাইয়া দেড়গুণে দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু শিক্ষক সংখ্যা যাহা ছিল বর্তমানেও তাহাই রহিয়াছে। কিছু কিছু বিদ্যালয় ২/১টি নূতন পদ সৃষ্টি করিয়া শিক্ষক নিয়োগ করিয়াছে বটে, কিন্তু গত জুলাই/৯২ হইতে এ ধরনের নূতন সৃষ্ট শিক্ষক পদসমূহ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের অনুমোদন পাইতেছে না এবং এই পদসমূহে নিয়োগ প্রাপ্ত শিক্ষকগণ সরকারী অনুদানও পাইতেছে না। স্বাভাবিকভাবেই নিয়োগকৃত শিক্ষকদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছেন আদৌ তাহারা সরকারী অনুদান পাইবেন কিনা।

সরকার দেশে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছেন, আবার বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহে প্রয়োজনীয় শিক্ষক পদ সৃষ্টির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করিয়াছেন। এই দ্বিমুখী নীতি কি শিক্ষা বিস্তারের পথে অন্তরায় হইবে না?

তাই ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহে নূতন শিক্ষক পদ সৃষ্টির উপর হইতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিয়া বিদ্যালয়সমূহে সুষ্ঠু শিক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়, শিক্ষা অধিদপ্তরসহ সরকারের সুদৃষ্টি কামনা করিতেছি।

—একরামুল কবীর, চকবাজার, চট্টগ্রাম।